মণ্ডপ যখন মাশরুম

আসানসোলের বার্ণপুরে নওজোয়ান ক্লাবের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ সেজে উঠেছে মাশরুমের আদলে।

সরকারি সাহায্যের আশায় বামুনডিহা গ্রামের ডাকশিল্পীরা

বিকাশ সুপকার, পুরুলিয়া

বছরের এই একটা সময় মোটা অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে মাদুর্গার অলঙ্কার আর সাজ পোষাক তৈরিতে নিজেদের পুরোদমে নিযুক্ত করে দেন পুরুলিয়ার আড়শা ব্লকের বেলডি গ্রামপঞ্চায়েতের বামুনডিহা গ্রামের ডাকের শিল্পীরা। বেলডি গ্রামের একপ্রান্তে নদীর ধারে যোগী পাড়ার অবস্থান। প্রায় ৩০টি যোগী পরিবারের আড়াশো মতো পরিবার বসবাস করেন এখানে। যাঁদের জাতিগত পেশা হল, দেবদেবীর সাজপোষাক। মালা, মুকুট, হাতের অস্ত্র এসব তৈরি করা। আর মাত্র দুদিন বাদেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। হাতে সময় বড়ই অল্প। তাই এখন এই গ্রামের সিদাম যোগী, পাগল যোগী, সরলা যোগী, রেখা যোগীদের দশভূজার অলঙ্কার, হাতের কৃত্রিম অলঙ্কার, মুকুট, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে চরম ব্যস্ততা। বড়দের সেই কাজে সাহায্যের হাত লাগিয়েছে পরিবারের খুদে শিল্পী পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ভোলানাথ যোগী, নবম শ্রেণির ছাত্রী পুনম যোগী, একাদশ শ্রেণির রিঙ্কু যোগীরা। তাঁরা জানালো, তাঁদের পাড়ায় প্রায় একশো জন ডাকের কারিগরের কাজ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে হাতেগোণা কয়েকজন শিল্পী হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছেন। সারা বছর তাঁরা ছৌ নাচের শিল্পীদের পোষাক তৈরি ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর পোষাক, হাতের অস্ত্রশস্ত্র, মুকুট, মালা, সাজানোর জারির কাজ ইত্যাদি করে থাকেন। তবে দুর্গাপুজোর সময় ভালো বরাত পাওয়া যায় আশেপাশের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। পুরুলিয়া, ঝালদা, বড়াবাজার, বলরামপুর, ঝাড়খণ্ডের বোকারোর বাজারে তাঁরা তাঁদের হাতের তৈরি জিনিষ সরবরাহ করে থাকেন। ডাকের সাজ, মোতিমালা, লেশ, কিরণ, বুলিয়ান, সলমা, আয়না, মোমমালা, শোলা, আঠা ইত্যাদি কাঁচা মালের দাম বর্তমানে আকাশ ছুঁয়েছে। তার উপর চেপেছে জিএসটি'র চাপ। সবমিলিয়ে সাজপোষাকের সামগ্রী তৈরিতে সার্বিকভাবে খরচ বেশি পড়লেও সেই তুলনায় ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁদের জিনিষপত্রের বিক্রয় মূল্য সেইভাবে বাড়েনি। তবু বছরের অন্তত এই একটা সময় মোটা বরাত মেলায় বেশি মুনাফা লাভের আশায় এবং বাপঠাকুর্দার পেশাকে ধরে রাখতে দিন রাত এক করে মনপ্রাণ দিয়ে মাদুর্গার মুকুট, ডাকের অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজপোষাক তৈরি করে থাকেন। সময় থাকতে বেশি বেশি জিনিষ সরবরাহের জন্য পরিবারের মহিলা ও ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

তিতলির প্রভাব কান্দিতেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ আবহাওয়া দফতরের ঘোষণা মতো বুধবার রাত থেকেই কান্দির আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টি এবং মুখভার করা আকাশ দেখে চিন্তিত কান্দির বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা। সকলের এখন একটাই আবেদন, মায়ের কাছে পুজো যেন ভালোভাবে কাটে। তাই তিতলির আগমন বার্তায় চিন্তিত কান্দির ছোটো থেকে বড় সকল স্তরের পারিবারিক ও সর্বজনীন পুজো উদ্যোক্তারা। জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমায় কান্দি শহরে ২৫টি সর্বজনীন পুজোর পাশাপাশি প্রায় ১৫টি পারিবারিক দুর্গাপুজো হয়। কান্দির ইন্দিরাজি স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক সত্যজিৎ রায়ের কথায়, শুক্রবার থেকেই পুজো শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের। উদ্বোধন করতে আসছেন পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এখন আমাদের তাই প্রস্তুতি প্রায় শেষ। তিতলির আগমন বার্তা নিয়ে আমরা এখনও খুব চিন্তিত। বৃষ্টি ও ঝড়ের ফলে আমাদের পুজো না মাটি হয়ে যায়, সেই প্রার্থনাই করছি মায়ের কাছে। এখনও সামান্য কাজ বাকি রয়েছে। সারাদিন মেঘের মুখ ভার থাকায় শেষপর্যন্ত কী হবে তা নিয়ে আমার সত্যিই চিন্তিত।

পালশী কলেজে আন্তর্জাতিক সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ নদীয়ার কালীগঞ্জের পালশী কলেজে আন্তর্জাতিক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সেমিনারে ব্রাজিলের এক অধ্যাপিকা এসে বলেন, ব্রাজিলের তুলনায় ভারতের মহিলারা অনেক বেশি নির্যাতনের শিকার। মালয়েশিয়া থেকেও এক অধ্যাপিকা এসে তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় মহিলাদের অপুষ্টির শিকার হওয়ার কারণগুলি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি নাসিরুদ্দিন আহমেদ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে সি ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

কান্দি মহকুমার পুজো নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা, খোলা হল কন্ট্রোল রুম

কান্দির অরবিন্দ ক্লাবের মণ্ডপ

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ ১০০ নং ছাড়াও আরও কিছু নির্দিষ্ট মোবাইল ও ল্যান্ড ফোনের নাম্বারে ফোন করলেই সত্বর পৌঁছে যাবে পুলিশ। এবারই প্রথম মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার দুর্গাপুজোয় এই ধরণের বিশেষ ব্যবস্থা করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। খোলা হয়েছে পুলিশের বিশেষ কন্ট্রোলরুম। কান্দি শহরে পুজোর আগেই পুজোর গাইডম্যাপ বিলি করার পাশাপাশি প্রচারও করা হবে। কোনওরকম অন্যায় কাজ দেখলেই কড়া হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুলিশের পাশাপাশি কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন কান্দির মহকুমা প্রশাসন। পুর প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষ থেকে কান্দির পুজো উদ্যোক্তারা। সকলেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন কান্দির পর ও পুলিশ প্রশাসনকে। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার কান্দি শহরে ২৫টি সর্বজনীন পুজোর পাশাপাশি প্রায় ১৫টি পারিবারিক পুজো হয়। এছাড়াও কান্দি মহকুমার সালার, ভরতপুর, খড়গ্রাম ও বড়ঞাতে সব মিলিয়ে প্রায় শতাধিক পুজো হয়। পুজো নিয়ে কান্দির পরেই স্থান বড়ঞা'র। সবমিলিয়ে দুর্গাপুজোয় কান্দি মহকুমার মানুষ বেশ আনন্দ করেই পুজোর কটা দিন কাটান। তাই ওই দিন গুলিতে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেইদিকটিতে বিশেষ নজর দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে কান্দির বিধায়ক তথা চেয়ারম্যান অপূর্ব সরকার জানিয়েছেন, কান্দির সকল পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত, কান্দি শহরের যানজট এড়াতে প্রথম পুজোর দিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কান্দি শহরের ভিতরে কোনও চারচাকা গাড়ি, টোটো, মোটরসাইকেল ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রতিটি পুজো প্যাণ্ডেলে রাতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখতে হবে। যাতে কোনও সমস্যা হলে পুলিশ খবর পায়। রাস্তা ঘিরে প্যাণ্ডেল করলে তা উঁচু করে করতে হবে, যাতে দমকলের গাড়ি সহজেই যাতায়াত করতে পারে। প্রতিটি মণ্ডপে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে। শব্দদূষণকে মাথায় রেখে বক্স বাজাতে হবে। রাত দশটার পর কোনওরকম সাউন্ড বক্স বাজানো যাবে না। ডিজে সিস্টেম একেবারেই বন্ধ। এই প্রসঙ্গে কান্দি মহকুমার পুলিশ আধিকারিক এস এম আজিম জানিয়েছেন, আমরা এবার কান্দির প্রতিটি পুজো মণ্ডপের অবস্থান ও রুট সহ পুজো গাইড বিলি করেছি। কান্দির প্রতিটি বাড়ি বাড়ি পুজোর গাইড ম্যাপ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি পুজো মণ্ডপে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ'-এর প্রচার করা হবে। পুজোর শেষে দেওয়া হবে পুরস্কারও।

হুগলি জেলার আরামবাগে মহকুমা লাইব্রেরি সভাকক্ষে বৃহস্পতিবার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল সাহিত্যপত্রিকা 'সবার দেশ'। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ সেখ হাসান ইমাম, গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার, চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, শিক্ষাবিদ আশিসবরণ সামন্ত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন সজল সামন্ত ও সহ সম্পাদনায় রয়েছেন মানবেন্দ্র পাল।

দেবী দুর্গার অকালবোধন

ড. প্রসেনজিৎ সরকার

"মঙ্গলাং শোভনং শুদ্ধাং নিস্কলাং পরমাং কলাম।
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতাং চন্ডিকাং প্রণমাম্যহম্"

বিশ্বের মঙ্গলের জন্য এই জগৎ সংসারে সবাই ভালো থাকুক এবং সার্বিক সুস্থ সুন্দরের কামনায় দুর্গাপুজোর আয়োজন। বর্ষার শেষে শরতের আগমনে হিমালয় দুহিতা শঙ্করপ্রিয়া পার্বতীর আগমনী গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। দেবী আসছেন পিতৃগৃহে কখনও বা নৌকায় কখনও বা দোলায় চড়ে। শরতের এই দেবী আরাধনাকে অকাল বোধন রূপে চিহ্নিত করা হয়। সাধারণ ভাবে আমরা জানি, রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কেশ্বর রাবণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সমুদ্রতটে সৈন্য সমাবেশ করে রাম রাবণকে বধ করার জন্য দেবী পুজো করেন। তাঁর পুজোর বিশেষ উপকরণ ছিল, একশো আটটি নীলপদ্ম। দেবী রামের ভক্তি পরীক্ষা করার জন্য একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন, আর ফুল না পাওয়ায় রামচন্দ্র তাঁর কোমললোচন নীলাভ চক্ষু দুটি দিয়ে মায়ের অঞ্জলি প্রদান করতে গিয়ে উদ্যত হলে দেবী নিজে আবির্ভূতা হয়ে রামচন্দ্রকে বিজয়ী হবার বর দান করেন। সাধারণ ভাবে এই কাহীনি প্রচলিত থাকলেও বিভিন্ন শাস্ত্রে এই তথ্যের বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। কালীকা পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা রাত্রিতে দেবীর বোধন করেছিলেন। দেবী বা দেবতা অর্চনার জন্য রাত্রি প্রশস্ত সময় নয় তাই এই পুজোকে অকালবোধন বলা হয়। প্রশ্ন আসতে পারে, ব্রহ্মা দেবীকে রাত্রিকালে বোধন করেছিলেন, এই কথাটির অর্থ কী? শাস্ত্রানুসারে আমাদের ৬ মাস দেবতাদের একটি দিন। যে ৬ মাসকালকে বলে দক্ষিণায়ন আর অন্য ৬ মাস সূর্যদেব উত্তরদিকে যাত্রা করেন তা হল উত্তরায়ন। দক্ষিণায়নে দেবতাদের রাত্রি, এই সময় বিষ্ণু শয়ন করেন। উত্তরায়ন দেবতাদের দিন। তাই যোগ্যাদির জন্য উত্তরায়নই প্রকৃষ্ঠ সময়। কিন্তু রামচন্দ্রের বিজয়লাভের জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা যে দেবীকে বোধন করেন তা দক্ষিণায়ন কালে অনুষ্ঠিত হয়। ঘুমন্ত দেবীর বোধন করা হয়েছিল বলে এই বোধনকে অকালবোধন বলে চিহ্নিত করা হয়। কালিকাপুরাণ অনুসারে রাম-রাবনের যুদ্ধের পূর্বে দেবী ব্রহ্মার মাধ্যমে পূজিতা হয়েছিলেন। এই পুরাণে রামচন্দ্রের দেবীপুজোর কোনো উল্লেখ নেই। বৃহৎ ব্রহ্মপুরাণ অনুসারে এই পুজোয় দেবীর বোধন করেছিলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা পুরোহিত রূপে দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন 'রাবণ-এর বধ এবং রামের বিজয়ের জন্য, হে শিব, তোমার বোধন করেছি। সুতরাং শুভ আশ্বিন মাসে আদ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে রাবন বধ পর্যন্ত আমি তোমার সাধনা করব।' দেবীকে রাবনবধের আগে অকালবোধন করেছিলেন ব্রহ্মা, কিন্তু কোনও পুরাণে রামচন্দ্র দেবীর পুজো করেছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। বাল্মিকীর রামায়ণে এই অকাল বোধনের কোনো উল্লেখ অবশ্য নেই। এই রামায়ণ অনুসারে রাম-রাবণের যুদ্ধের আগে ব্রহ্মা ও শ্রীরাম কেউই দুর্গাপুজো করেননি। কেবল রামচন্দ্র জয়লাভের জন্য আদিত্য হৃদয় স্তোত্রপাঠ করেছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রে যাই থাকুক আমরা আজ দুর্গা পুজোর শুরুতে দেখি, ষষ্ঠীর সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষে দেবীর উদ্দেশ্যে বোধন, আমন্ত্রন এবং অধিবাস হয়।

জেলাশাসকের সম্মান শিক্ষক ও ছাত্রীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ ৬ অক্টোবর বাঁকুড়া জেলাশাসক উমাশঙ্কর এস ছোটো গোবিন্দপুর এস এন পাঁজা হাইস্কুলে পরিদর্শন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পঠনপাঠন, কন্যাশ্রী ক্লাব, ইএলসি ক্লাব, দেওয়াল পত্রিকা 'অঞ্জলি' তথা সামগ্রিক কাজকর্ম দেখে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হন। তিনি এই বিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এরপরেই তিনি বৃহস্পতিবার প্রধানশিক্ষক প্রসেনজিৎ সরকার ও ছাত্রী সংহিতা মণ্ডলের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন। ঘটনায় খুশি হয়ে প্রসেনজিৎবাবু জানান, জেলাশাসকের কাছ থেকে এই পুরস্কার পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। এই সম্মান আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হবে এবং সাংগঠনিক কাজকর্মে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

নার্সিং কোর্স নিয়ে চিন্তিত ?
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য
Direct Nursing Admission – 2018
(Recognized by I.N.C/K.N.C/R.G.U.H.S, Bangalore)
Educational Qualification : 10th/12th Pass
(Arts/Science/Vocational/Commerce)
- G.N.M : 3 Years
- B. Sc. : 4 Years

Admission Contact :- 8073172973

SEX সমস্যায় হারবাল চিকিৎসা
মহিলা ও পুরুষের স্বাস্থ্য সমস্যা, চেহারায় লাবণ্য, চুল পড়ার সমস্যা (১৪ দিনে গ্যারেন্টিসহ পরিবর্তন)।
ডাঃ এন.কে.রায় মোঃ- 9433276106
মদ ছাড়ানোর ঔষধ পাইকারী দামে পাওয়া যায়।
গোপনে মদের নেশাছাড়ান (১০ দিনে পরিবর্তন)
কলিকাতা (দমদম), আরামবাগ, উদয়নারায়ণপুর, হেড়িয়া, শ্যামপুর।
যোগাযোগ ঃ- 9433156731, 7501330207